শিক্ষায় উদ্ভাবন-১৩

Innovation in Education-13

১৬৫তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

নায়েম রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা- ১২০৫

শিক্ষায় উদ্ভাবন-১৩
Innovation in Education-13

উপদেষ্টা

প্রফেসর ড. মো. নিজামুল করিম
মহাপরিচালক, নায়েম

সম্পাদনায়

নায়েম ইনোভেশন কমিটি

নায়েম ইনোভেশন কমিটি

প্রফেসর নাসরিন সুলতানা প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, নায়েম	আহ্বায়ক
জনাব মো. সাইদুজ্জামান উপ-পরিচালক, নায়েম	সদস্য
জনাব আসমা আক্তার খাতুন প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, নায়েম	সদস্য
ড. মো. সাফায়েত আলম সহকারি পরিচালক (অর্থ), নায়েম	সদস্য
জনাব স্বপন কুমার সাহা প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, নায়েম	সদস্য সচিব

প্রশিক্ষণ কোর্সের ইনোভেশন কমিটি (অনুষদ)

জনাব শেখ মোহাম্মদ আলী প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, নায়েম	সদস্য
জনাব সায়মা রহমান সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও বাস্তবায়ন), নায়েম	সদস্য
ড. মো. হারুনুর রশীদ সহকারী পরিচালক (গবেষণা ও তথ্য)	সদস্য

কোর্সের ইনোভেশন কমিটি (প্রশিক্ষণার্থী)

সর্ব্বাণী রায় আইডি ন.-৩৬	(প্রভাষক, ইংরেজি)	সদস্য
মাহবুবুর রহমান রনি আইডি ন.-৩৯	(প্রভাষক, ইংরেজি)	সদস্য
ফাতেমা আক্তার আইডি ন.-১১৬	(প্রভাষক, বাংলা)	সদস্য
মো. সাইফুল ইসলাম আইডি ন.-১০৬	(প্রভাষক, পদার্থবিজ্ঞান)	সদস্য
মো. রিফাত হাসান আইডি ন.-৪১	(প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান)	সদস্য

প্রচ্ছদ ডিজাইন: মোঃ কামাল হোসেন
বিএসসি (অনার্স), এমএসসি (ফিশারিজ)
ঢাকা কলেজ, ঢাকা

মুদ্রণ: নাজির ডিজিটাল কম্পিউটার্স
১৩ নং সিটি কর্পোরেশন মার্কেট, নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫
মোবাইল : ০১৯১৭-৯৬১৪৭০, ০১৭০৭-১৬১৪৭০
E-mail : kamalbd23@gmail.com

প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২৯, ২০২১

সহযোগিতায়:
এটুআই প্রকল্প

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
নায়েম রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০

শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

- ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে নৈতিক, মানবিক, সাংস্কৃতিক, বিজ্ঞানভিত্তিক ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠাকল্পে শিক্ষার্থীদের মননে, কর্মে ও ব্যবহারিক জীবনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা।
- দেশজ আবহ ও উপাদান সম্পৃক্ততার মাধ্যমে শিক্ষাকে শিক্ষার্থীর চিন্তা-চেতনা ও সৃজনশীলতার উজ্জীবন এবং তার জীবনঘনিষ্ঠ জ্ঞান বিকাশে সহায়তা করা।
- দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি সাধনের জন্য শিক্ষাকে সৃজনধর্মী, প্রয়োগমুখী ও উৎপাদন সহায়ক করে তোলা; শিক্ষার্থীদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে তোলা এবং তাদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলির বিকাশে সহায়তা প্রদান করা।
- মুখস্থবিদ্যার পরিবর্তে বিকশিত চিন্তাশক্তি, কল্পনাশক্তি এবং অনুসন্ধিৎসু মননের অধিকারী হয়ে শিক্ষার্থীরা যাতে প্রতি স্তরে মানসম্পন্ন প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জন করতে পারে তা নিশ্চিত করা।
- বিশ্বপরিমণ্ডলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে ও বিষয়ে উন্নতমানের দক্ষতা সৃষ্টি করা।
- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিশুর/শিক্ষার্থীর সুরক্ষা ও যথাযথ বিকাশের অনুকূল আনন্দময় ও সৃজনশীল পরিবেশ গড়ে তোলা এবং সেটি অব্যাহত রাখা।
- সর্বক্ষেত্রে মানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করা এবং শিক্ষার্থীদের গবেষণায় উৎসাহী করা এবং মৌলিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণার সাথে সাথে দেশের প্রয়োজনীয় গবেষণার উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা।

মো. হাসানুল ইসলাম এনডিসি
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)
ও চিফ ইনোভেশন অফিসার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

বাণী

উদ্ভাবনী ক্ষমতা মানুষের সভ্যতা বিকাশের প্রধান নিয়ামক। উদ্ভাবনী শক্তিকে কাজে লাগিয়ে প্রকৃতির নানা উপাদানের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষ তার জীবনকে সহজ করে তুলেছে। দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে তাই যুগোপযোগী, জীবনবান্ধব, ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার উপযোগী এবং বিশ্বমানের করে তোলার ক্ষেত্রে 'শিক্ষায় উদ্ভাবন'-এর কোনো বিকল্প নেই। টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ এবং দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির জন্য শিক্ষায় পরিমাণগত উৎকর্ষের পর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মূল লক্ষ্য মানসম্মত শিক্ষা। এ লক্ষ্যে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার কর্মকর্তাগণ পালন করছেন অগ্রণী ভূমিকা।

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের নবীন কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে 'শিক্ষায় উদ্ভাবন' শীর্ষক ধারণা প্রদর্শন (আইডিয়া শোকেসিং) কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এই কর্মসূচি নবীন কর্মকর্তাদের শিক্ষাসংশ্লিষ্ট নতুন নতুন উদ্ভাবনে আগ্রহ সৃষ্টি করবে। আমি তাঁদের উদ্ভাবনীমূলক ধারণাগুলোকে অভিনন্দন জানাই। উদ্ভাবনী কার্যক্রমে তাঁদের সক্রিয় মনোনিবেশের ফল দেশব্যাপী মানসম্মত শিক্ষাবিস্তারে সঞ্জীবনী হিসেবে ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

প্রশিক্ষণার্থীগণ 'শিক্ষায় উদ্ভাবন' বিষয়ে প্রকল্পগুলো উদ্ভাবন করেছেন আমি সেই প্রকল্পগুলোর সাফল্য কামনা করি। ১৬৫তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীগণ 'শিক্ষায় উদ্ভাবন' বিষয়ে যে তাত্ত্বিক ধারণা লাভ করলেন স্ব-স্ব কর্মস্থলে তা-র বিস্তার ঘটিয়ে সার্বিক উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবেন-এটিই আমাদের প্রত্যাশা।

(মো. হাসানুল ইসলাম এনডিসি)

প্রফেসর ড. সৈয়দ মো. গোলাম ফারুক
মহাপরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা

বাণী

মানবজাতির উৎকর্ষের মূলে রয়েছে নিত্যনতুন উদ্ভাবন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মানসম্মত শিক্ষা অর্জনের জন্য শিক্ষায় নিত্যনতুন উদ্ভাবনের গুরুত্ব অপরিসীম। এছাড়া বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ বাস্তবায়ন এবং এসডিজি-৪ বাস্তবায়নে সবার জন্য গুণগত, সমতাভিত্তিক এবং একীভূত শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তুলতে শিক্ষায় ইনোভেশন আবশ্যক। নতুন নতুন উদ্ভাবনের মাধ্যমে শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে আমাদের নবীন কর্মকর্তাবৃন্দ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। যার মাধ্যমে শিক্ষায় বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে আধুনিক উন্নত বাংলাদেশ গড়ার পথ সুগম হবে।

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) কর্তৃক বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে ইনোভেশন প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে, যার মাধ্যমে তাঁদের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে এবং ভবিষ্যৎ-এ আরও নতুন নতুন উদ্ভাবনের মাধ্যমে শিক্ষার মানোন্নয়নে অবদান রাখতে পারবে। আমি এই প্রদর্শনী আয়োজনের জন্য নায়েম কর্তৃপক্ষ এবং ১৬৫তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষণার্থীগণকে আন্তরিক সাধুবাদ জানাই।

প্রফেসর ড. সৈয়দ মো. গোলাম ফারুক
মহাপরিচালক

প্রফেসর ড. মো. নিজামুল করিম
মহাপরিচালক
জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)

বাণী

বিশ শতকের দ্রুত পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে মানিয়ে নেয়ার জন্য প্রচলিত কর্মকৌশলের সাথে উদ্ভাবনী চিন্তার যোগ আবশ্যক। শিক্ষাসহ সকল সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের মানোন্নয়নে গবেষণানির্ভর সৃজনশীল উদ্ভাবনকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ এখন "ডিজিটাল বাংলাদেশে" রূপান্তরিত হয়েছে। তথ্য প্রযুক্তির কল্যাণে নাগরিক সেবাসমূহ এখন আমাদের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাচ্ছে। বাংলাদেশ এখন উন্নয়নশীল দেশ থেকে উন্নত দেশ হিসেবে পরিচিত পাবার অপেক্ষায়। মানবসম্পদ উন্নয়ন ও সোনার বাংলা বিনির্মাণে প্রয়োজন নতুন নতুন উদ্যোগ ও উদ্ভাবনী চিন্তা। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মেধা, প্রজ্ঞা ও উদ্ভাবনী চিন্তা জনগণের কল্যাণে ব্যয় করলে এগিয়ে যাবে প্রিয় বাংলাদেশ। সরকারি কর্মকর্তাদের পেশাগত কর্মদক্ষতা ও উদ্ভাবনকে জনকল্যাণমূলক কাজে লাগানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার "ই গভর্নেন্স ও উদ্ভাবন" কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। উন্নত বাংলাদেশ গঠনের "রূপকল্প ২০৪১" ও এসডিজি ২০৩০ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা পদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্য উদ্ভাবন অপরিহার্য। জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) কর্তৃক বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের শিক্ষক কর্মকর্তাদের জন্য আয়োজিত শোকেসিং তাঁদের উদ্ভাবন বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানসম্মত শিক্ষা ও শিক্ষা প্রশাসন গড়ে তুলতে সক্ষম হবেন।

আমি আশা রাখি ১৬৫তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের কর্মকর্তাদের উদ্ভাবনী চিন্তা ও উদ্যোগ সোনার বাংলা বিনির্মাণ ও সকলের জন্য অংশগ্রহণমূলক গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষা বাস্তবায়নের উদ্যোগকে ত্বরান্বিত করবে।

প্রফেসর ড. মো. নিজামুল করিম

মো. সাইদুজ্জামান
উপ-পরিচালক
ও কোর্স পরিচালক
১৬৫তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স

কিছু কথা

আধুনিক জনপ্রশাসন ধারণার গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ 'উদ্ভাবন'। সরকারি সেবা জনগণের কাছে আরও সহজ, দ্রুততর ও উপযোগী করতে বিদ্যমান সেবা ব্যবস্থার সংস্কার ও নিত্যনতুন জনবান্ধব পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হচ্ছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর এই সময়ে, তথ্যপ্রযুক্তির বিপ্লবের যুগে বর্তমান সরকার জনগণের চাহিদা-প্রয়োজন অনুযায়ী নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। শিক্ষাকে ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে শিক্ষাক্ষেত্রেও উদ্ভাবন কার্যক্রম অব্যাহত আছে। শিক্ষাব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানের উন্নতিতে উদ্ভাবনের গুরুত্ব অনুধাবন করে নায়েম এটিকে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের অন্তর্ভুক্ত করেছে। চলমান ১৬৫তম প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীগণও এ কাজে সম্পৃক্ত হয়েছেন। তাঁরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে অনেকগুলি উদ্ভাবনী আইডিয়া তৈরি করেছেন, সেখান থেকে বাছাইকৃত ১১টি আইডিয়া নিয়ে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে একটি বুকলেট। আইডিয়া প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণের এ উদ্যোগে সম্পৃক্ত সকলকে শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

মো. সাইদুজ্জামান

ভূমিকা

বিশ্বের সৃষ্টিলগ্ন থেকেই মানুষের অনুসন্ধানী মন পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে বেড়িয়েছে। সৃষ্টি সুখের উল্লাসে নব নব আবিষ্কারে মানুষ তার জীবনকে করেছে সুন্দর থেকে সুন্দরতর। জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত মানুষের সৃষ্টিশীল মন মানুষের কল্যাণ কামনায় নিরন্তর নিয়োজিত রেখেছে। যেখানে সেবা মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম, সেখানে সেবার মানের উন্নয়নের চেষ্টা তার থাকবে, সেটাই স্বাভাবিক। সেবার মানের উন্নয়নের জন্য Innovation বা নতুন উদ্ভাবনের কোনো বিকল্প নেই। মানুষের উদ্ভাবনী ক্ষমতাই সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যায় ভবিষ্যতের দিকে।

শিক্ষা ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে উদ্ভাবনের গুরুত্ব অপরিসীম। শিখন-শেখানো পদ্ধতির উন্নয়ন, স্বল্পব্যয়ী শিক্ষাপোকরণের ব্যবহার, শিক্ষার্থীদের জীবন দক্ষতা বৃদ্ধিতে নানান পদক্ষেপ গ্রহণ, মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমের প্রবর্তন, ডিজিটাল কন্টেন্টের ব্যবহার ইত্যাদি আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় ইতিবাচক পরিবর্তনের নিয়ামক হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলায় নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করার জন্য আরো নতুন নতুন উদ্ভাবন ও অভিনব কৌশল উদ্ভাবনে সকলকে উদ্যোগী হতে হবে।

প্রেক্ষাপট

সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি দমন অতীব জরুরি। জাতির পিতার স্বপ্ন পূরণে বর্তমান সরকার জনপ্রশাসনে সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন করে। ২০১২ সালে গভর্ন্যান্স ইনোভেশন ইউনিট প্রতিষ্ঠা এবং ২০১৩ সালে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর/সংস্থা এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে 'ইনোভেশন টিম' গঠনের মাধ্যমে বিষয়টি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়। জনগণের সেবাদান প্রক্রিয়াকে সহজীকরণ ও সরলীকরণের মাধ্যমে জাতীয় লক্ষ্য বাস্তবায়নে জাতীয় উন্নয়ন আরো বেগবান করা সম্ভব- এ ধারণাকে সামনে রেখে "জনপ্রশাসনে উদ্ভাবন" বিষয়টি অধিক বিবেচিত। সরকার প্রতিটি ক্ষেত্রে সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনের প্রয়োগ করে সেবাদান প্রক্রিয়াকে সহজ ও সুলভ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই প্রেক্ষাপটে শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষায় সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবন এর মাধ্যমে শিখন ও শেখানো প্রক্রিয়ার সহজীকরণ ও মানোন্নয়নের জন্য নতুনত্ব উদ্ভাবনকে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছে। সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণে শিক্ষায় সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবন আজ সময়ের দাবি। শিক্ষাদান পদ্ধতিকে সহজ ও আনন্দঘন করতে, শিক্ষায় অপচয় ও দুর্নীতি রোধ করতে এবং যুগের চাহিদা মিটাতে কাঙ্ক্ষিত গুণগত পরিবর্তনের মাধ্যমে এদেশের শিক্ষাকে বিশ্বমানে উন্নীত করতে শিক্ষায় নতুন নতুন উদ্ভাবন যুগান্তকারী অবদান রাখতে পারে।

সেবার মান উন্নয়নে নায়েম কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও প্রশিক্ষণ সেবাদান প্রক্রিয়াকে সহজীকরণে নানান পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে:

- সিটিজেন চার্টার প্রকাশ
- ক্যাফেটেরিয়ায় সেলফ সার্ভিস চালুকরণ
- ওয়ানস্টপ সার্ভিস সেন্টার চালু
- ডিজিটাল কন্টেন্ট এর ব্যবহার
- বক্তা মূল্যায়ন ব্যবস্থার আধুনিকায়ন (ডিজিটাল পদ্ধতি)
- অভিযোগ গ্রহণ ও প্রতিকারের জন্য শুদ্ধাচার কৌশল অনুসৃত পদ্ধতি প্রবর্তন
- সমগ্র নায়েম ক্যাম্পাস সি সি ক্যামেরার আওতায় আনা
- হোস্টেলের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ
- কর্মকর্তা-কর্মচারীর জন্য ইলেকট্রনিক হাজিরা পদ্ধতি চালুকরণ
- ই-ফাইলিং
- প্রশিক্ষণার্থীগণের প্রশিক্ষণ শেষে ভাতাদি প্রাপ্তির জন্য BEFTN
- কোর্সের সংখ্যা বৃদ্ধি
- অনলাইন রেজিস্ট্রেশন

নায়েমের হোস্টেল ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, অধিকতর কার্যকর সেশন ব্যবস্থাপনা, লাইব্রেরির আধুনিকায়ন, চিকিৎসা সুবিধা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, তথ্য প্রাপ্তি সহজীকরণ, প্রশিক্ষণার্থী বাছাই প্রক্রিয়া উন্নতকরণ ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে মানোন্নয়নের জন্য কাজ চলমান রয়েছে। ২০০৯ সাল থেকে নায়েম বিপিএটিসির IPS-TQM প্রকল্পের পার্টনার ইন্সটিটিউট হিসেবে 'টোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট ও কাইযেন' চর্চার প্রসার ঘটাতে প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের আওতায় 'সেবা প্রদান সহজীকরণ ও উদ্ভাবন' কর্মসূচির সম্পৃক্ততা মানোন্নয়নের এই প্রচেষ্টাকে আরো বেগবান করেছে।

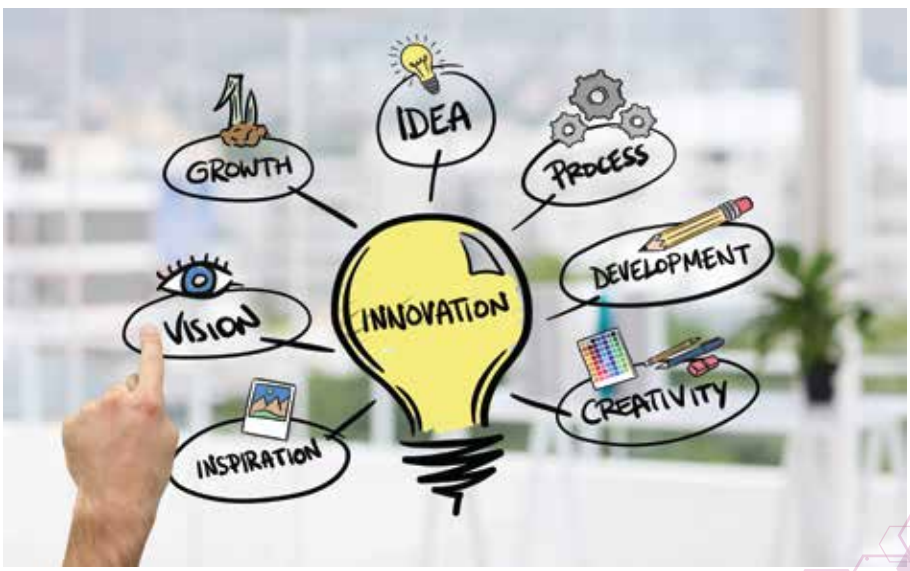

শিক্ষায় উদ্ভাবন: নায়েম মডেল

বিশ্বায়নের এই যুগে শিক্ষার্থীদের দক্ষ ও যোগ্য করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ইনোভেশন ইন এডুকেশন আজ সময়ের দাবি। এ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে নায়েম নানান উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবন বিষয়ে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীগণের মধ্যে 'উদ্ভাবনী আইডিয়া প্রতিযোগিতা ও শোকেসিং' আয়োজনের এই পদক্ষেপ। নায়েমের মহাপরিচালকের নেতৃত্বে 'জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ও নৈতিকতা কমিটি'র তত্ত্বাবধানে 'নায়েম ইনোভেশন কমিটি' ও 'বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স' সার্বিক আয়োজনের সমন্বয় সাধন করছে।

ইনোভেশন আইডিয়া প্রতিযোগিতার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১) বিসিএস (শিক্ষা) ক্যাডারের নবীন কর্মকর্তাদের সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী শক্তি ব্যবহারের সক্ষমতা সৃষ্টি

২) সৃজনশীলতার চর্চা ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে শিক্ষাদান পদ্ধতির গুণগত উৎকর্ষতা সাধন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশের উন্নয়ন

৩) স্বল্পব্যয়ী ও স্থানীয়ভাবে প্রস্তুতকৃত শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারে উদ্ভাবনসমূহকে কাজে লাগানো

৪) প্রশিক্ষণার্থীদের ব্রেইন স্টর্মিং-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত আইডিয়াসমূহের সমন্বয়ে 'উদ্ভাবনী আইডিয়া ব্যাংক' সৃষ্টি এবং তা বাস্তবায়নের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, মাদ্রাসা অধিদপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানসমূহের সথে শেয়ারিং

৫) অংশীজনের সেবাপ্রাপ্তির সহজীকরণ

৬) প্রতিষ্ঠানসমূহের সেবাদান পদ্ধতির উন্নয়ন

কর্মপদ্ধতি

এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে ১৬৪তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীগণকে এটুআই (A2I) প্রকল্পের বিশেষজ্ঞ দ্বারা সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। নায়েম ইনোভেশন আইডিয়া বিষয়ক প্রতিযোগিতা সম্পর্কে ওয়ার্ম আপ সেশন পরিচালনার পর বুনিয়াদি প্রশিক্ষণার্থীদের ৭/৮ জন সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত বিভিন্ন দলে বিভক্ত করা হয়।

প্রতিটি দল সেবা সহজীকরণ ও মানোন্নয়নে আইডিয়া উদ্ভাবনে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করে:

ক) চিন্তন দক্ষতার ব্যবহার (Critical Thinking),
খ) দলীয় সদস্যদের মধ্যে আলোচনা (Communication)
গ) পরস্পর সংশ্লিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় (Collaboration)
ঘ) সমস্যার সমাধান/উপায় নিরূপণ (Creativity)

প্রাপ্ত আইডিয়াসমূহ রিভিউ করার জন্য মনোনীত মেন্টরগণ প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে একাধিক সভায় মিলিত হয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করেন। প্রশিক্ষণার্থীগণ পরিমার্জিত ইনোভেশন আইডিয়াসমূহ প্রতিযোগিতার জন্য জমা দেন।

উদ্ভাবন বিষয়ক প্রতিযোগিতার জন্য নির্বাচিত আইডিয়াসমূহ শিক্ষায় উদ্ভাবন শীর্ষক শোকেসিং অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তুলে ধরা এবং প্রতিযোগিতায় বিজয়ী দলসমূহকে পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

নায়েম ধাপে ধাপে ইনোভেশন আইডিয়া প্রতিযোগিতাটিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে

বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের 'সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবন' বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান

↓

ইনোভেশন আইডিয়া বিষয়ক প্রতিযোগিতার বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়ে ওয়ার্ম-আপ সেশন পরিচালনা

↓

প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়ে দল গঠন ও ইনোভেশন আইডিয়া আহ্বান → ১২৭ জন প্রশিক্ষণার্থী নিয়ে ২৫টি দল গঠন করা হয়

↓

প্রতিটি দলের জন্য একজন অনুষদ সদস্যকে মেন্টর হিসেবে মনোনয়ন প্রদান → ২৫টি দল মোট ২৫টি আইডিয়া জমা প্রদান করে

↓

মেন্টর কর্তৃক খসড়া আইডিয়াসমূহ পর্যালোচনা এবং ফিডব্যাক প্রদানের মাধ্যমে ইনোভেশন খসড়া আইডিয়াসমূহ চূড়ান্তকরণ ও জমাদান → চূড়ান্ত বাছাইয়ে ১১টি আইডিয়া মনোনীত করা হয়

↓

ইনোভেশন কমিটি কর্তৃক বাছাইকৃত আইডিয়াসমূহ বাস্তবায়ন কৌশলসহ ইনোভেশন মেলায় উপস্থাপন এবং অর্জনসমূহ প্রদর্শন → ১১টি চূড়ান্ত আইডিয়া মেলায় উপস্থাপন

↓

মেলায় উপস্থাপিত আইডিয়াসমূহ হতে সেরা তিনটি আইডিয়াকে নায়েম ইনোভেশন এওয়ার্ড প্রদান → ৩টি আইডিয়াকে এওয়ার্ড প্রদান

↓

নির্বাচিত আইডিয়াসমূহ প্রচারের জন্য এটুআই এর www.ideabank.eservice.gov.bd তে উপস্থাপন

'উদ্ভাবনী আইডিয়া ব্যাংক' সৃষ্টি ও বাস্তবায়নের জন্য মাঠ পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে শেয়ারিং

আইডিয়া শোকেসিং এ অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক সদস্যকে সনদ প্রদান

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিবেশের উন্নয়ন, সেবা প্রদান প্রক্রিয়া সহজীকরণ, সেবা সুবিধার সম্প্রসারণ, স্বল্পমূল্যে শিক্ষা উপকরণ তৈরি, উদ্দীপনামূলক শিখন-শেখানো পদ্ধতির উদ্ভাবন, শ্রেণিকক্ষে সুলভ প্রযুক্তির ব্যবহার, বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা প্রভৃতি কার্যক্রমে এই প্রতিযোগিতায় উদ্ভাবন মডেলসমূহ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে ।

উপসংহার

সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে সরকার জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন করেছে। দুর্নীতিমুক্ত, জনকল্যাণমুখী ও নৈতিকতাসম্পন্ন একটি বৃহৎ রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েমে শিক্ষা প্রধান হাতিয়ার। তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে জ্ঞান, তথ্য, দক্ষতা ও নৈতিকতা লাভের কেন্দ্রে পরিণত করার জন্য সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবন এর ব্যবহার শিক্ষা তথা দেশের উন্নয়নে অসামান্য অবদান রাখবে।

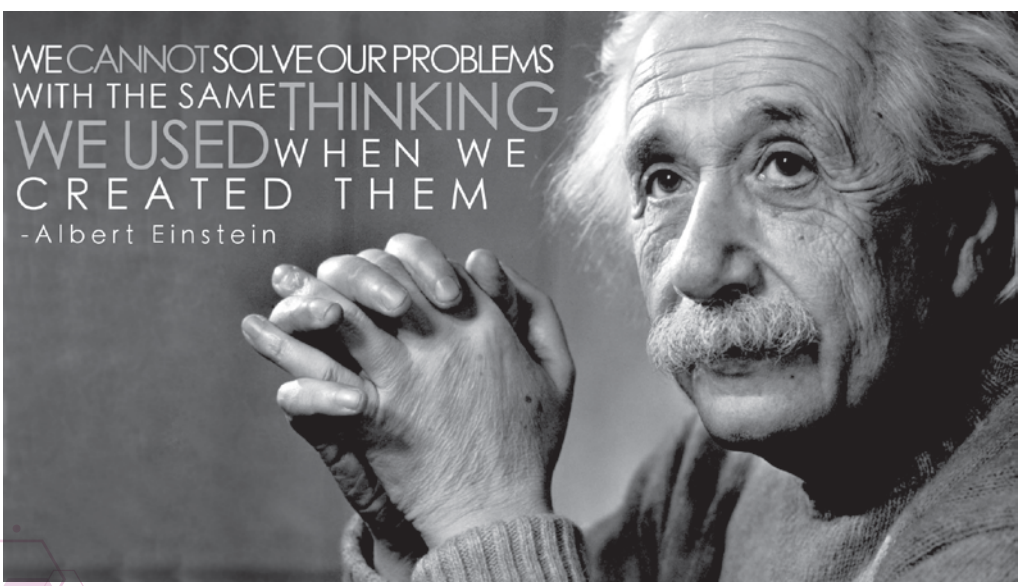

গ্রুপ নং-০১

আইডিয়ার শিরোনাম : Integrated E –Competency (IEC)

মেন্টর : জনাব মো. শওকত আলী খান, প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, নায়েম

নাম ও পদবি	মোবাইল
রায়হানা জান্নাত (৭০), মাদারগঞ্জ এ এইচ জেড সরকারি কলেজ, জামালপুর।	০১৭৭৭৪০০৫১৪
মোসাম্মৎ হাফসা খাতুন (৭৩), ইডেন কলেজ ঢাকা।	০১৬৮৭৪৭৬৯৩৩
মো. আনোয়ার হোসেন (৭৪), সরকারি রাশিদাজ্জোহা মহিলা কলেজ, সিরাজগঞ্জ।	০১৭৫১৫৮৫৪৭৭
কানিজ ফাতেমা (৭৬), মাদারগঞ্জ এ এইচ জেড সরকারি কলেজ, জামালপুর।	০১৯১২০৪৩৮৩৮
নাসরিন ইমা (৯২), সরকারি জিয়া মহিলা কলেজ, ফেনী।	০১৭৯৬৬৬১৮৫৪

সমস্যার কারণ সম্পর্কিত বিবৃতি

১। ছাত্র-শিক্ষকের প্রযুক্তি সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান না থাকা।
২। জরুরি পরিস্থিতিতে অনলাইনে ক্লাস পরিচালনায় অনীহা থাকা।
৩। কম্পিউটারে ছাত্র-শিক্ষকের যথেষ্ট অনুশীলন না থাকা।
৪। পরীক্ষার পর অবসরকালে শিক্ষার্থীদের মোবাইল আসক্তি ও অন্যান্য অপকর্মে জড়িয়ে পড়ার প্রবণতা।

ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ/লক্ষ্য

১। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
২। শিক্ষকদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অফিস স্টাফদের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করা।
৩। প্রযুক্তিতে দক্ষ ছাত্র-শিক্ষক সমাজ তৈরি করা।
৪। অব্যবহৃত আইসিটি ল্যাবকে কার্যকরী করে তোলা।

ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ/লক্ষ্য

১। ৩ সদস্যবিশিষ্ট (শিক্ষক) কমিটি থাকবে।
২। একজন সুপারভাইজারের অধীনে ২০ জন শিক্ষার্থীর একটা দল থাকবে।
৩। প্রতিটি দল সপ্তাহে ১ দিন ২ ঘন্টা করে ক্লাসের সুযোগ পাবে।
৪। এসএসসি / এইচ এস সি র পরীক্ষার পর ছাত্রছাত্রীদের গুগল মিট এর মাধ্যমে ক্লাস সমূহে সম্পৃক্ত করা।

আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে কী কী ফলাফল তৈরি হবে?

১। শিক্ষকদের ই-কম্পিটেন্সি বাড়বে।
২ ।ছাত্রছাত্রীদের দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি কর্মমুখী উৎসের সুযোগ সৃষ্টি।
৩। সক্রিয় ও সচেতন যুবসমাজ তৈরি সম্ভব।
৪। ছাত্র- শিক্ষক সম্বনিত্ব চেষ্টা ই-রিভোলুশন নিয়ে আসবে।
৫। ছাত্র-শিক্ষক সুসম্পর্ক বৃদ্ধি পাবে।

গ্রুপ নং-০৪

আইডিয়ার শিরোনাম : Fast Office Service (FOS)

মেন্টর : প্রফেসর ড. মাফরুহা নাজনীন, প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, নায়েম

নাম ও পদবি	মোবাইল
শ্যামল মিয়া (৬২), প্রভাষক (ব্যবস্থাপনা), নরসিংদী সরকারি কলেজ, নরসিংদী	০১৭১৩৫১৩৪০২৮
শারমিন আক্তার (৭৯), প্রভাষক (সমাজকর্ম), ইডেন মহিলা কলেজ, ঢাকা	০১৮১৩৬১৪৪৮৮০
সাহিদা তামান্না (১০১), প্রভাষক (ভূগোল), ইডেন মহিলা কলেজ, ঢাকা	০১৮১৩৬১৩৬০০৮
মো. আবুল বাশার (১০৫), প্রভাষক (বাংলা), গুরুদয়াল সরকারি কলেজ, কিশোরগঞ্জ	০১৭১৩৫১৩৩০৬৪
রিপন চন্দ্র ধর (১১৫), প্রভাষক (প্রাণিবিদ্যা), বৃন্দাবন সরকারি কলেজ, হবিগঞ্জ	০১৯১৪৮৭২৯৯৪

সমস্যার কারণ সম্পর্কিত বিবৃতি

সমস্যা	কারণ
সঠিক সময়ে প্রশংসাপত্র না পাওয়া	প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকা
যথাসময়ে স্বাক্ষরিত না হওয়া	স্বাক্ষরকারীর ব্যস্ততা
আবেদন জটিলতা	সঠিক পদ্ধতিতে আবেদন না করা
প্রতিষ্ঠানে সশরীরে যাওয়া	প্রচলিত পদ্ধতি
অর্থ খরচ	ফি ও যাতায়াত খরচ
ভোগান্তি	দীর্ঘ ও সময় সাপেক্ষ প্রক্রিয়া

ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ/লক্ষ্য:

১. যে কোনো সময় প্রশংসাপত্র প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।
২. স্বাক্ষর করার দুশ্চিন্তা দূর করা।
৩. আবেদন করার জটিলতা দূরীকরণ।
৪. অর্থের অপচয় রোধ করা।
৫. ভোগান্তি দূরীকরণ।
৬. দুর্নীতি রোধ করা।
৭. সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটির ডিজিটালাইজেশন।

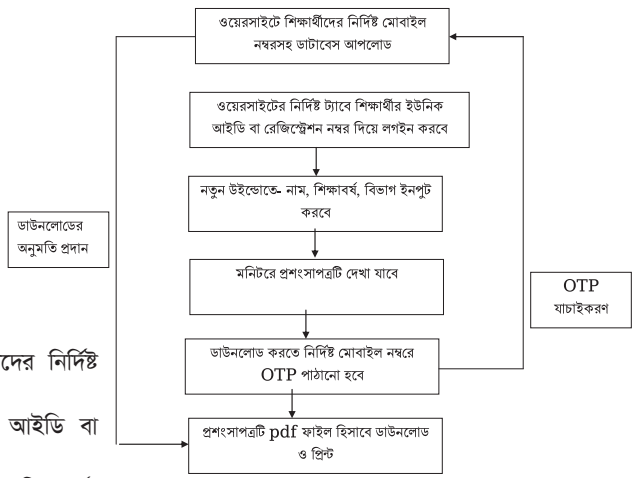

সমস্যার সমাধান/আইডিয়ার বিবরণ:

১. প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট মোবাইল নম্বরসহ ডাটাবেস আপলোড করা হবে।
২. ওয়েবসাইটে নির্দিষ্ট ট্যাবে শিক্ষার্থীর ইউনিক আইডি বা রেজিস্ট্রেশন নম্বর দিয়ে লগইন করতে হবে।
৩. অতঃপর নতুন উইন্ডোতে কিছু তথ্য যেমন: নাম, শিক্ষাবর্ষ, বিভাগ ইনপুট করতে হবে।
৪. OTP ইনপুট করার পরে Pdf ফাইল হিসাবে ডাউনলোড করা যাবে।
৫. প্রশংসাপত্রে ডাউনলোডের তারিখ ও সময়সহ QR Code থাকবে। প্রশংসাপত্রের নিচের দিকে লিখা থাকবে-

N.B. This is a system generated certificate and requires no normal signature.

আইডিয়া বাস্তবায়নের ফোলে কী কী ফলাফল তৈরি হবে?

১. যেকোনো সময় প্রশংসাপত্র প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে।
২. অর্থের অপচয় রোধ হবে।
৩. সময় বাঁচবে ও ভোগান্তি দূর হবে।
৪. ডিজিটাল বাংলাদেশের প্রক্রিয়া নিশ্চিত হবে।

গ্রুপ নং-০৫

আইডিয়ার শিরোনাম : Online Educational Activities for Blended Learning

মেন্টর : সোহেল হাসান গালিব, প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, নায়েম

নাম ও পদবি	মোবাইল
মিনাক্ষী সেন (৮৬), প্রভাষক (প্রাণিবিদ্যা), সরকারি ব্রজলাল কলেজ খুলনা	০১৭৬৭৬৬৩৩৬০
সিমকি আক্তার (৮৯), প্রভাষক (কম্পিউটার), সরকারি পাইওনিয়ার মহিলা কলেজ, খুলনা	০১৯২২-৮৭১১১১
শিউলি খাতুন (৯৮), প্রভাষক (ইতিহাস), সরকারি পাইওনিয়ার মহিলা কলেজ, খুলনা	০১৯১৯-৮৯৪০১৭
আব্দুস সবুর (৯৯), প্রভাষক (বাংলা), সরকারি শাহ্ এয়তেবাদিয়া কলেজ, বগুড়া	০১৯১২-০৩১৬১১
এনামুল হক (১০০), প্রভাষক (সমাজবিজ্ঞান), দিনাজপুর সরকারি কলেজ, দিনাজপুর	০১৯১৯-৮৯৯৪১০

সমস্যার কারণ সম্পর্কিত বিবৃতি

বিভিন্ন জেলা পর্যায়ের সরকারি কলেজ-এ একাদশ, দ্বাদশ, পাস কোর্স, অনার্স, প্রিলিমিনারি ও মাস্টার্স শেষপর্ব মিলে প্রায় ১৫,০০০-২০,০০০ এর অধিক ছাত্রছাত্রী অধ্যয়নরত। এর মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির প্রতিবর্ষে ৮০০ করে প্রায় ১৬০০ শিক্ষার্থী আছে। এই বিশাল সংখ্যক শিক্ষার্থীর অধিকাংশ জেলা শহরের বাহিরে অবস্থান করে বলে ক্লাসে অংশগ্রহণ করতে পারে না। এছাড়া বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীর স্থান সংকুলান করা প্রায় অসম্ভব। টেকসই উন্নয়নের চতুর্থ লক্ষ্য অর্জনের জন্য সকল শিক্ষার্থীর মানসম্মত শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। অতিমারি পরবর্তী সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থায় দুটি প্রধান ধারা-সরাসরি পাঠদান ও অনলাইন পাঠদান। এই প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের অনলাইন পাঠগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা।

ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ/লক্ষ্য:

- যেহেতু বিভিন্ন জেলা, উপজেলা পর্যায়ে অধ্যয়নরত অনেক শিক্ষার্থীরা এখনো আইসিটি বিষয়ে অনভিজ্ঞ। এদের মধ্যে অনেকের কাছেইই স্মার্ট ফোন না থাকায় এসব Digital Content, Online সুবিধাগুলো থেকে বঞ্চিত।
- যদি শিক্ষার্থীদের এইসব Digital সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে স্বল্পমূল্যে Digital Device সরবরাহ করা হয় এবং কিভাবে তারা এই যন্ত্রগুলো ব্যবহার করে ডিজিটাল সুযোগ-সুবিধা পেতে পারে সেই বিষয়ে ধারণা দেওয়া হয়, তাহলে তারা প্রস্তাবিত সুবিধাগুলো প্রাপ্তির মাধ্যমে এবং যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকদের দ্বারা মানসম্মত শিক্ষা অর্জন করতে পারবে।

সমস্যার সমাধান/আইডিয়ার বিবরণ:

- Everydays Class Activiities
- Blended Learning একটি শিখন পদ্ধতি।
- প্রতিদিন ছাত্রছাত্রীদের সব ক্লাসের ডিজিটাল কন্টেন্ট, অডিও-ভিডিও ভার্সন, লেকচার শিটগুলোর কপি, হোমওয়ার্ক, প্রতিদিন ক্লাসে সংঘটিত সকল কার্যক্রম কলেজের ওয়েবসাইট এর Everydays Class Activiities মেন্যুতে থাকবে। এছাড়াও সেখানে এই মেন্যুর সাব-মেন্যু হিসেবে ই-বুক মেন্যু থাকবে। যেখান থেকে ছাত্রছাত্রীরা তাদের পড়াশোনার জন্য সহায়ক বই হিসেবে Textbook এবং Additional Book এর Soft Copy ও পেয়ে থাকবে।
- এই ধরনের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হলে ক্লাসে যে দূর্বল ছাত্রছাত্রী আছে এবং যারা বিভিন্ন কারণে ক্লাসে উপস্থিত থাকতে পারে না তারা উপকৃত হবেন।
- শিক্ষকগণের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পাবে এবং শিক্ষার্থীর শিখনদক্ষতার উন্নতি ঘটবে, ফলে মানসম্মত শিক্ষার লক্ষ্য অর্জিত হবে।

আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে কী কী ফলাফল তৈরি হবে?

Time, Cost & Visit (TCV) Analysis

	সময়	খরচ	যাতায়াত
আইডিয়া বাস্তবায়নের পূর্বে	পূর্বে শিক্ষকগন যেহেতু বক্তৃতা প্রদানের মাধ্যমে ক্লাস নিতেন সেহেতু সময় বেশি লাগতো এবং ক্লাসের জন্য বরাদ্দ ৪৫মিনিট সময়ে প্রায়ই ক্লাস অসমাপ্ত থেকে যেত।	বইকেনা,নোট ফটোকপি,প্রাইভেট টিউশন ইত্যাদি বাবদ প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর মাসে প্রায় ২৫০০/- টাকা ব্যয় হয়।	বইকেনা,ফটোকপি করতে যাওয়া, প্রাইভেট টিউশন-এ যাওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের বেশ কয়েকবার যাতায়াত করতে হয়।
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	ক্লাস লেকচার, শীট, Digital Content, Online based হওয়ায় শিক্ষার্থীদের সময় অপচয় কম হচ্ছে এবং সেই সময় তারা তাদের পড়াশোনার কাজে ব্যয় করতে পারছে। শিক্ষকদের Digital Content গুলো তৈরী থাকে বলে তারা বাড়তি সময় অন্য কাজে লাগাতে পারছে।আগে যেখানে প্রতিটি ক্লাসে ৪৫ মিনিট সময় লাগতো,সেখানে ৩০ মিনিট সময়ে ক্লাস শেষ করে বাকি সময় শিক্ষার্থীদের অন্যান্য কাজে নিয়োজিত করতে পারবে।	যেহেতু পাঠ্যবই এবং সহায়ক বইগুলোর Soft copy , লেকচার নোটের ফটোকপি এবং লেকচারগুলো অনলাইনে থাকে, এ কারণে তাদের মাসিক খরচ প্রায় ১২০০/- টাকা কমে যাবে।	এই পদ্ধতিতে ক্লাসে আসা ছাড়া অন্যান্য কাজে যাতায়াত করতে হয় না এবং বাসায় থেকে অনলাইনে ক্লাসে অংশগ্রহন করতে পারে বলে যাতায়াত খরচ নগন্য।
মোট পার্থক্য	১৫ মিনিট প্রতি ক্লাসে	১৩০০/-টাকা	যাতায়াত বাবদ খরচ নগন্য

গ্রুপ নং-০৯

আইডিয়ার শিরোনাম : কাগজবিহীন প্রশিক্ষণ কোর্স (পিটিসি)

মেন্টর : ড. সাফায়েত আলম, সহকারী পরিচালক (অর্থ), নায়েম)

নাম ও পদবী	মোবাইল
মো. ইয়াহিয়া (৮৫)	০১৯২০১৪০০৮০
শিমুল কুমার (৮৭)	০১৭৫৬৯৪৪৬৮৯
কামরুন্নাহার হাসি (১০৪)	০১৭১৪৮০৭৩৯৩
নাছিমা খাতুন (১০৭)	০১৭২৮৮৬৫৩০৫
মোহাম্মদ মোহাইমিনুল হক (১১৪)	০১৬৮৩৭৩৯৪৯১

সমস্যার কারণ সম্পর্কিত বিবৃতি

আধুনিক যুগ তথ্য প্রযুক্তির যুগ। দেশের ৬২% নাগরিক বর্তমানে ইন্টারনেট ব্যবহার করছে। তাছাড়া অফিস আদালতে কাগজের ব্যবহার কমানোর জন্য "কাগজবিহীন অফিস" ব্যবস্থা চালু করা যুগের চাহিদা। নায়েমে চলমান ১৬৫ তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের রিসোর্স পারসনদের নোট, পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড প্রিন্ট দিয়ে হার্ড কপি প্রশিক্ষণার্থীদের প্রদান করা হয়। যা একদিকে সময় সাপেক্ষ অন্যদিকে ব্যয়বহুল। তাছাড়া হার্ড কপি প্রদান করা "ডিজিটাল বাংলাদেশ" বিনির্মানের অন্তরায়। সেই সাপেক্ষে কাগজের ব্যবহার রোধ করার জন্য "কাগজবিহীন অফিস" চালু করার উদ্যোগ গ্রহন করা প্রয়োজন। যাতে করে প্রশিক্ষণ কোর্সের সকল প্রকার নোট, নোটিশ অনলাইন প্লাটফর্ম ব্যবহার করে প্রদান করা যায়। এর ফলে একদিকে পরিবেশ দূষণ রোধ করা সম্ভব হবে অন্যদিকে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।

ইনোভেশন আইডিয়ার লক্ষ্যসমূহ

১। কাগজের ব্যবহার রোধ ।
২। প্রশিক্ষণার্থীদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধি।
৩। বৃক্ষ নিধন কমানো।
৪। পরিবেশের ভারসম্য রক্ষার মাধ্যমে জলবায়ুর পরিবর্তন রোধ করা।
৫। তথ্যের সহজপ্রাপ্যতা ও ব্যয় হ্রাসকরণ ।
৬। দীর্ঘমেয়াদী তথ্য সংরক্ষণ ।

ইনোভেশন আইডিয়ার চ্যালেঞ্জ

১। কাগজবিহীন প্রশিক্ষণের সুরক্ষা ব্যবস্থা করা কঠিন।
২। বিদ্যমান নথিগুলোকে ডিজিটাল আকারে রুপান্তর করা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার যা কখনো কখনো ব্যয়বহুল।
৩ ।ক্রমাগত আপডেট করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে পারে।
৪ ।কম্পিটার ভাইরাস, হ্যাকিং ও নেটওয়ার্ক ক্রাস এর মতন বিষয়গুলো মাথায় রাখতে হবে।
৫। পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর চ্যালেঞ্জ।
৬। যথাসময়ে আপলোড না হওয়ার সম্ভাবনা।

সমস্যা সমাধান/আইডিয়ার বিবরণ

১। অনলাইন বেইজ প্লাটফরম তৈরি করা।
২। প্রশিক্ষণার্থীদের প্লাটফরমে সংযুক্ত করা।
৩। রির্সোসসমূহ প্লাটফরমে আপলোড করা।
৪। প্রয়োজনীয় ভিডিও, ছবি আপলোড করা।
৫। প্রয়োজনীয় নোটিশ প্রদান করা।
৬। প্রতিদিনের রুটিন আপলোড করা।

আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে কী কী ফলাফল তৈরি হবে?

১। কাগজের অপচয় রোধ হবে।
২। পরিবেশ দূষণ রোধ হবে।
৩। সহজে তথ্য প্রাপ্তি।
৪। তথ্যের সহজ সংরক্ষণ।
৫। যেকোন সময় তথ্য প্রাপ্তি।
৬। প্রযুক্তি ব্যবহারের দক্ষ হওয়া।

গ্রুপ নং-১২

আইডিয়ার শিরোনাম : স্বপ্ন বেছে নাও (Fix Your Dream)

মেন্টর : মো. মাহমুদুল আমিন, প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, নায়েম

নাম ও পদবী	মোবাইল
শেখ মোর্তুজা আল কামাল (০৫), প্রভাষক, বাংলা, সরকারি রাশিদাজ্জোহা মহিলা কলেজ, সিরাজগঞ্জ	০১৭৩৭২৩১১৪০
মো. কবির হোসেন (২২), প্রভাষক, বাংলা, চরভদ্রাসন সরকারি কলেজ, চরভদ্রাসন, ফরিদপুর	০১৮৫৯৮১৪৩০২
মোমেনা ইসলাম (২৭), প্রভাষক, বাংলা, কুষ্টিয়া সরকারি সিটি কলেজ, কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া	০১৭৪২৫৮৬৮৪৪
হুমায়ুন কবির (৩৮), প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সরকারি মজিদ মেমোরিয়াল সিটি কলেজ, খুলনা	০১৯৩৪০১৯০১৫
মো. রিফাত হাসান (৪১) , প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সরকারি লালন শাহ কলেজ, হরিণাকুণ্ডু, ঝিনাইদহ	০১৯২২১৩৭৭৫০

সমস্যার কারণ সম্পর্কিত বিবৃতি

- সচেতনতার অভাবে শিক্ষার্থীরা ঠিক সময়ে উপযুক্ত লক্ষ্য নির্ধারণে ব্যর্থ হয়। সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য না থাকায় অনেক ক্ষেত্রে তারা বিপথগামী হয়ে পড়ে। সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তারা উপযুক্ত কর্মে নিযুক্ত হবার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে না ।
- আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য নির্ধারণে দিক-নির্দেশনা প্রদানের জন্য কোন প্রতিষ্ঠানিক উদ্যোগ রাখা হয়নি।

সমস্যার সমাধান/আইডিয়ার বিবরণ:

অধ্যক্ষ মহোদয়ের নেতৃত্বে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মচারীবৃন্দের সমন্বয়ে শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য নির্ধারণে সচেতনতামূলক কমিটি গঠন। প্রতি মাসে একটি লক্ষ্য নির্ধারণমূলক ও তা অর্জনে সহায়ক শ্রেণি কার্যক্রম অথবা সেমিনারের আয়োজন করা। শিক্ষাসফরের অংশ হিসাবে দেশের বিভিন্ন খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয় দর্শন করানো। কর্মক্ষেত্রে সফল ব্যক্তিদের নিয়ে মোটিভেশনাল সেমিনারের আয়োজন করা।

ইনোভেশন প্রস্তাবে নতুন কী কী?

- শিক্ষার্থীরা লক্ষ্য নির্ধারণে উদ্বুদ্ধ হবে ।
- শিক্ষার্থীরা নিজেদের সবল ও দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করতে পারবে।
- উচ্চ শিক্ষা অর্জনের পন্থা ও কৌশল সম্পর্কে অবগত হবে।

আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে কী কী ফলাফল তৈরি হবে?

- ছাত্র-ছাত্রীরা পাঠে মনোযোগী হবে এবং ফলাফল ভালো হবে
- শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রতিযোগিতামূলক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে।
- শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটবে
- আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে আগ্রহী হবে।

সময়,অর্থ ও ভিজিট যেভাবে কমাবে (TCV)

উচ্চ শিক্ষায় ও চাকুরি বাজারে প্রবেশের পূর্বে ছাত্র-ছাত্রীরা দিক-নির্দেশনা লাভের আশায় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের শরণাপন্ন হয়। এতে সময় অপচয়ের পাশাপাশি বাইরে থাকা-খাওয়া বাবদ তাদের প্রায় ৫০,০০০-১০০,০০০ টকা খরচ হয়। এমতাবস্থায় প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে যদি উপযুক্ত দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়, তবে তাদের ব্যয়িত অর্থ ও সময় বহুলাংশে হ্রাস পাবে।

গ্রুপ নং-১৪

আইডিয়ার শিরোনাম : সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি (HSP) স্বচ্ছ ও সহজীকরণ

মেন্টর : জনাব শামসুন আক্তার সিদ্দিকী, প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, নায়েম

কর্মকর্তাদের নাম, পদবী ও কর্মস্থল	আইডি নং	মোবাইল	ইমেইল
তেজোময় ওঝা প্রভাষক(রাষ্ট্রবিজ্ঞান) সরকারি ইয়াছিন কলেজ,ফরিদপুর	১০	০১৮২২৭৩৭৮৫৪	tejomoyjhadcc@gmail.com
মো. মনির হোসাইন প্রভাষক(ইংরেজি) সরকারি ইয়াছিন কলেজ,ফরিদপুর	২০	০১৭১৭০১১১১৪	monir35bcs@gmail.com
মো. কামরূল হাসান প্রভাষক(ব্যবস্থপনা) সরকারি সারদা সুন্দরী মহিলা কলেজ,ফরিদপুর	২৬	০১৭৩৩৯৫৯৫৩৯	mkhasandu16@gmail.com
দীপক সরকার প্রভাষক(পদার্থবিদ্যা) সরকারি বরহামগঞ্জ কলেজ,মাদারীপুর	৩৫	০১৭৪৮০৫৬৬০০	dipaksarkar192@gmail.com
নুর আলম প্রভাষক(ইংরেজি) সরকারি আইনউদ্দিন কলেজ,ফরিদপুর	৫০	০১৯২৯০৫৫৮৩৯	nooralom.info@gmail.com

২। সমস্যা ও কারণ সম্পর্কিত বিবৃতি: প্রধানমন্ত্রী শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট, শিক্ষামন্ত্রণালয় এর "সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি" তে ৪২ টি ক্ষেত্র কলেজ কতৃক অন-লাইনে পূরণ করতে হয় ।এসব ক্ষেত্রগুলোতে

১)HSP(হারমোনাইজড স্টাইপেন্ড প্রোগ্রাম) এর এই সকল তথ্য পুরন করা সময় তথ্য ভুল হতে পারে।

২)মোবাইল ব্যাংকিং এবং ব্যাংক একাউন্ট এর তথ্য পুরণ করার সময় ভুল তথ্যের কারণে শিক্ষার্থীরা "সমন্বিত উপবৃত্তি প্রোগ্রাম"থেকে বঞ্চিত হতে পারে।

৩)শিক্ষার্থীদের প্রদত্ত ব্যাক্তিগত,আর্থিক,পরিবারের স্বছলতার তথ্য যাচাই বাছাই হয় না।ফলে অনেক সময় দরিদ্র শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত হয়।

৪)"সমন্বিত উপবৃত্তি প্রোগ্রাম" এ স্থানীয় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের তথ্য যাচাইয়ের জন্য অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই।

৩। ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ / লক্ষ্য:মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেরাই HSP এর জন্য অন-লাইনে আবেদন করতে পারবে।এর ফলে তথ্য নির্ভুল ও স্বচ্ছ হবে।

৪। সমস্যার সমাধান /আইডিয়ার বিবরণহসহ:

১)HSP নামে একটি Mobile App থাকবে।

২)উক্ত অ্যাপ দ্বারা শিক্ষার্থী নিজেরাই নিজেদের তথ্য পুরন করে HSP এর জন্য আবেদন করতে পারবে।

৩)আবেদন সাবমিট করার পর সয়ংক্রিয়ভাবে কলেজের HSP এ্যাকাউন্টে জমা হবে এবং কলেজ আবেদন Forward করবেন।

৪)কলেজ Forward করলে, উক্ত তথ্য স্থানীয় নির্বাচিত প্রতিনিধির HSP এ্যাকাউন্ট এ জমা হবে এবং তথ্য যাচাই বাছাই করে Forward করবেন।

৫। আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে কী কী ফলাফল তৈরি হবে?

- তথ্য যাচাই প্রক্রিয়া সহজ হবে।
- সংগৃহিত তথ্যের নিভুলতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে।
- উপবৃত্তি সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদন করার ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীরা যে সকল সমস্যার সম্মূখীন হয় তা অনেকাংশে হ্রাস পাবে।
- ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মানে এই Mobile App টি গুরুত্বপূর্ন ভুমিকা পালন করবে।
- উপবৃত্তির কাজের জন্য শিক্ষকদের সময় কম ব্যায় হবে এবং এই সময় অন্য কাজে ব্যায় করতে পারবেন।
- সরকারের স্থানীয় প্রতিনিধিদের সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি (HSP) তে সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পাবে।

গ্রুপ নং-২০

আইডিয়ার শিরোনাম : একসাথে আছি, একসাথে বাঁচি

মেন্টর : জনাব স্বপন কুমার সাহা, প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, নায়েম

নাম, পদবী, মোবাইল ও ই-মেইল
৩৩- নূর সাঈদা ইয়াসমিন, ০১৭১৩৮২২০৭০, taniahrt2011@gmail.com
৪৫- মো: খলিলুর রহমান, ০১৫১৫২৬৫৩৬২, khalildu501@gmail.com
৪৮- মো: এনামুল হক, ০১৭৮৪৫৭৯৪০১, anam.du.usa@gmail.com
৫৫- রেজওয়ানা সুলতানা, ০১৬৮২৩৩৭৩৩৫, rezwanasultana.17@gmail.com
৫৬- ফেরদাউস রহমান, ০১৯১৬৬০৫৮০৬, ferdausrahman007@gmail.com

সমস্যার কারণ সম্পর্কিত বিবৃতি

ক. শিক্ষা ক্যাডারের অনেক সহকর্মী ব্যয়বহুল চিকিৎসার ক্ষেত্রে আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হন।
খ. দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীরা আর্থিক সংকটের জন্য উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে ব্যর্থ হয়।
গ. সহকর্মীদের অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুর জন্য তার পরিবার ও সন্তানরা সমস্যায় পতিত হয়।

সমস্যার সমাধান/আইডিয়ার বিবরণ:

ক. 'আমাদের সহকর্মীদের জীবন আমাদের জীবন' আইডিয়া ধারণ করে মূল্যবান জীবন বাঁচানো।
খ. অসচ্ছল মেধাবী শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষা অর্জনের পথ সুগম করা।
গ. উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সহকর্মীর পরিবারকে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পথ সৃষ্টি করা।

ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ/লক্ষ্য:

ক.শিক্ষা ক্যাডারের প্রত্যেক সহকর্মী দৈনিক ২ টাকা নিজ নিজ বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের সংরক্ষিত ফাণ্ডে প্রদান করবে।
খ. উক্ত অর্থ অধ্যক্ষ স্যারের তত্ত্বাবধায়নে 'সহায়তা ফান্ড'এ মাসিক হারে জমা হবে।

আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে কী কী ফলাফল তৈরি হবে?

ক. আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে প্রায় ১৫০০০ হাজার কর্মকর্তার দৈনিক ২ টাকা হারে ৩৬৫ দিন অর্থাৎ এক বছরে 'সহায়তা ফান্ড'এ ১,০,৯,৫০,০০০/(এক কোটি নয় লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা) টাকা জমা হবে।
খ. দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত সহকর্মীর জীবন বাঁচানো সম্ভব হবে।
গ. দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে সহায়তা প্রদান করা যাবে।
ঘ. অপ্রত্যাশিত মৃত্যুর কারণে সহকর্মীর পরিবারকে আর্থিক সাপোর্ট প্রদান সম্ভব হবে।

গ্রুপ নং-২৩

আইডিয়ার শিরোনাম : Know Bangladesh Corner

মেন্টর : পুলক বরণ চাকমা, সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও বাস্তবায়ন), নায়েম

নাম ও পদবী	মোবাইল
কাকলি রায় (৪৬), প্রভাষক, গৌরিপুর মুন্সী ফজলুর রহমান সরকারি কলেজ	০১৭৬৪৫৪১৩৭২
শেখ জামাল (৫৭), প্রভাষক, সরকারি সারদা সুন্দরী মহিলা কলেজ	০১৭২৪০৪৯১৯৪
মোমেনা বেগম (৫৮), প্রভাষক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর	০১৯৮৫০২৬০৬৮
খায়রুল ইসলাম (৬০), প্রভাষক, কিশোরগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ	০১৭২৭৮৩২৮৯৮
রেজাউল করিম (১১৯), প্রভাষক, মৌলভীবাজার সরকারি মহিলা কলেজ	০১৭১৩৯৬০০৭৪

সমস্যার কারণ সম্পর্কিত বিবৃতি

ক. শিক্ষার্থীদের মধ্যে মাতৃভূমি সম্পর্কিত ভৌগোলিক জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা
খ. পাঠ্যপুস্তক বহির্ভূত জ্ঞানার্জনে শিক্ষার্থীদের অনাগ্রহ।

ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ/লক্ষ্য:

শিক্ষার্থীদের ভৌগোলিক জ্ঞানে সমৃদ্ধকরণ ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধকরণ

সমস্যার সমাধান/আইডিয়ার বিবরণ:

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মূল নোটিশ বোর্ড সংলগ্ন সুবিধাজনক স্থানে ভৌগোলিক মানচিত্র স্থাপন যেখানে বিভাগ, জেলা, উপজেলা, নদ-নদী ও গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন সম্বলিত স্থানসমূহের উল্লেখ থাকবে।

আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে কী কী ফলাফল তৈরি হবে?

ক. বাংলাদেশ সম্পর্কিত ভৌগোলিক জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পাবে।
খ. শিক্ষার্থীরা নিজ জেলা সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করবে।
গ. প্রতিনিয়ত মানচিত্র অবলোকনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেশপ্রেমের আত্মোপলব্ধি জাগ্রত হবে।

গ্রুপ নং-২৪

আইডিয়া শিরোনাম : ই-এসিআর (eACR)

মেন্টর : ড. মো. হারুনুর রশীদ, সহকারী পরিচালক (গবেষণা ও তথ্যায়ন), নায়েম

নাম ও পদবী	মোবাইল
শামসুন্নাহার, প্রভাষক (বাংলা), সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ, পাবনা	০১৭৬০২৯৬৬০৩
মেহেদী হাসান, প্রভাষক (হিসাববিজ্ঞান), শরীয়তপুর সরকারি কলেজ, শরীয়তপুর	০১৭৩৪০৩৭৪৩৩
মো. বাবুল মিয়া নয়ন, প্রভাষক (প্রাণিবিদ্যা), সরকারি মাইকেল মধুসূদন কলেজ, যশোর	০১৯২০৫০৫২২০
বৈশাখী ঘোষ, প্রভাষক (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), নড়াইল সরকারি মহিলা কলেজ, নড়াইল	০১৩০৪১৪৬৭৯০
নয়ন দেবনাথ, প্রভাষক (বাংলা), কুমুদিনী সরকারি কলেজ, টাঙ্গাইল	০১৭৯৯২১৮৩০০

সমস্যার কারণ সম্পর্কিত বিবৃতি

১. সঠিকভাবে সংরক্ষণ না করার কারণে অনেক সময় এসিআর হারিয়ে যায়। এতে করে সরকারি কর্মকর্তাগণের সময় ও অর্থের অপচয় ঘটে এবং একইসাথে তাঁরা মানসিক চাপ ও হয়রানির মধ্যে পড়েন।

২. চাকরি স্থায়ীকরণ, পদোন্নতি বা দক্ষতা মূল্যায়নের সময় পূর্ববর্তী বছরের এসিআর সংক্রান্ত তথ্য সহজে না পাওয়ার কারণে কাঙ্খিত সেবা পেতে দীর্ঘসূত্রিতা তৈরি হয় এবং মূল্যায়ন প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয়।

৩. দাপ্তরিক কাজে ব্যবহারের জন্য এসিআর দীর্ঘসময় সংরক্ষণ করা একটি ব্যয়সাধ্য ও জটিল প্রক্রিয়া। এতে করে অফিসের স্টোর রুমে প্রচুর জায়গার প্রয়োজন হয়।

৪. বদলিজনিত কারণে অনুবেদনকারী কর্মকর্তাকে সময়মতো পেতে অনুবেদনাধীন কর্মকর্তাকে বেগ পেতে হয়।

৫. বছরের নির্দিষ্ট সময়ে এসিআর জমা দিতে মাঠ পর্যায়ের অফিসপ্রধান ব্যক্তিকে ঢাকায় আসতে হয়, যা শ্রমসাধ্য ও ব্যয়বহুল।

ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ/লক্ষ্য:

প্রচলিত পদ্ধতিতে এসিআর জমা নেওয়া হলে সরকারি কর্মকর্তাগণের মধ্যে হতাশা ও এসিআর সংরক্ষণকারী দপ্তর/কর্মকর্তাদের প্রতি নেতিবাচক ধারণা তৈরি হয়। ফলে নিজস্ব কর্মস্থলে যথাযথ সেবা দিতে তিনি ব্যর্থ হন।

এসিআর হারিয়ে গেলে স্থায়ীকরণ ও পদোন্নতির সময় ভোগান্তি পোহাতে হয়। এতে সময় ও অর্থের অপচয় হয়।

এছাড়া প্রতি বছর নির্দিষ্ট সময়ে এসিআর ফরম পূরণ করে জমা দেওয়া/মূল্যায়ন করে দাখিল করা অনুবেদনাধীন, অনুবেদনকারী ও প্রতিস্বাক্ষরকারী কর্মকর্তার জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়।

অনলাইনভিত্তিক এসিআর কার্যক্রম চালু করা হলে এসিআর সংরক্ষণের জন্য বিশাল স্টোররুমের প্রয়োজন হবে না এবং এসিআর হারিয়ে যাবে না। এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হলে নির্দিষ্ট তারিখে কম সময়ে এসিআর পূরণ/মূল্যায়ন করে দাখিল করা যাবে।

সমস্যার সমাধান/আইডিয়ার বিবরণ:

১. http://eacrdshe.gov.bd ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আইডিয়াটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব।

২. পিডিএসের মতো অনুবেদনাধীন, অনুবেদনকারী ও প্রতি স্বাক্ষরকারীর আলাদা আইডি থাকবে।

৩. অনুবেদনাধীন কর্মকর্তা এসিআর দাখিল করার পর তা নোটিফিকেশনের মাধ্যমে জানতে পারবেন এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি একটি প্রত্যয়ন পত্র দেখতে পাবেন। প্রয়োজনে তা ডাউনলোড করে সংরক্ষণ করতে পারবেন।

৪. অনুবেদনকারী নিজের আইডি/পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে লগ ইন করে নিজের এসিআর দাখিল করলে তা প্রতিস্বাক্ষরকারীর প্রোফাইলে জমা হবে। মূল্যায়ন শেষে চূড়ান্তভাবে সাবমিট করার পর ফাইলটি ওয়েবসাইট নিয়ন্ত্রণকারীর ডাটাবেসে জমা হবে।

৫. এখানে অনুবেদনাধীন কর্মকর্তার স্বাস্থ্য পরীক্ষা প্রতিবেদন স্ক্যান করে জমা/সংযুক্ত করার অপশন থাকবে।

৬. বদলি হলে অনুবেদনাধীন কর্মকর্তা এসিআর অনুবেদনকারী/প্রতিস্বাক্ষরকারী পরিবর্তন করে নিতে পারবেন। পূর্বের কর্মস্থলের এসিআর প্রোফাইল থেকে লিভ নেওয়ার আগে ঐ সময়ের (প্রযোজ্য হলে) এসিআর দাখিল করে লিভ নিবেন।

আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে কী কী ফলাফল তৈরি হবে?

১. আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে এসিআর দাখিল/মূল্যায়ন সহজতর হবে এবং দীর্ঘসময় সংরক্ষণ করা সহজ হবে।

২. এসিআর হারিয়ে যাবে না। ফলে অনুবেদনাধীন কর্মকর্তার ভোগান্তি ও মানসিক চাপ কমবে।

৩. নিয়ন্ত্রণকারী দপ্তরের কর্মচারীদের ওপর চাপ কমবে। সংরক্ষণের জন্য বিশাল কক্ষের প্রয়োজন হবে না।

৪. স্থায়ীকরণ বা পদোন্নতির সময় প্রয়োজন হলে সহজেই এসিআর খুঁজে বের করা যাবে। এতে পদোন্নতির জটিলতা কমে যাবে।

৫. এসিআর জমা দেওয়ার জন্য ঢাকায় আসার প্রয়োজন হবে না বিধায় মাঠ পর্যায়ের অফিস ও নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের অর্থ, সময় ও শ্রমের সাশ্রয় হবে।

৬. অনুবেদনাধীন/অনুবেদনকারী/প্রতিস্বাক্ষরকারী কর্মকর্তা ঘরে বসেই এসিআর দাখিল/মূল্যায়ন করতে পারবে।

৭. কাগজের ব্যবহার কমে যাবে এবং বিজি প্রেসের ওপর চাপ কমবে।

৮. কর্মকর্তাদের দক্ষতা মূল্যায়ন প্রক্রিয়া সহজতর হবে।

গ্রুপ নং-২৫

আইডিয়া শিরোনাম : শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে/কলেজে ওয়ান স্টপ সার্ভিস পয়েন্ট চালু

মেন্টর : ড. কল্যাণী নন্দী, প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, নায়েম

নাম ও পদবি	মোবাইল
দেব দুলাল গুহ নিপুণ (১২২), প্রভাষক (পদার্থবিজ্ঞান), বোয়ালমারী সরকারি কলেজ, ফরিদপুর	০১৭২১৮৭২৩২০
মোছা. সেলিনা আক্তার (১২১), প্রভাষক (অর্থনীতি), সরকারি শাহ সুলতান কলেজ, বগুড়া	০১৭০৩৪০৭৫৩৫
মোছা. শারমিন আক্তার (১২৩), প্রভাষক (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), নবাব সিরাজউদ-দৌলা সরকারি কলেজ, নাটোর	
নাসরিন নাহার (১২৪), প্রভাষক (ইসলামিক স্টাডিজ), সরকারি নুরুন্নাহার মহিলা কলেজ, ঝিনাইদহ	
মাসুমা সুলতানা (১২৫), প্রভাষক (বাংলা), গৌরীপুর মুন্সি ফজলুর রহমান সরকারি কলেজ, কুমিল্লা	০১৭১৭৪৭২৪৯৭
নুসরাত জাহান তানিয়া (১২৬), প্রভাষক (প্রাণিবিদ্যা), মহিপাল সরকারি কলেজ, ফেনী	০১৭১৭৬৮৯৯৪৪
রোকেয়া খাতুন (১২৭), প্রভাষক (বাংলা), সরকারি মজিদ মেমোরিয়াল সিটি কলেজ, খুলনা	০১৭২৫০৩৮৯৭৮

সমস্যার কারণ সম্পর্কিত বিবৃতি

১. তথ্য ও সেবা প্রাপ্তির দীর্ঘসূত্রিতা ও হয়রানি।
২. কেন্দ্রীয়ভাবে সহজে কাঠামোবদ্ধ সেবা প্রদানের বিশেষায়িত স্থানের অভাব।
৩. সঠিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্যের অপ্রাপ্তি।
৪. সময় ও অর্থের অপচয়।
৫. পর্যাপ্ত জনবলের অভাব।
৬. শিক্ষার্থী, শিক্ষিকা ও নারী কর্মচারীদের স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির অভাব।

ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ/লক্ষ্য:

১. চ্যালেঞ্জ: কলেজ/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রশাসনের অনুমোদন, আর্থিক সংস্থান, জনবল ও অবকাঠামোগত উপকরণের সংস্থান এবং ছাত্রী-শিক্ষিকা-নারী কর্মচারীদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ।
২। লক্ষ্য: কেন্দ্রীয়ভাবে সহজে, স্বল্পসময়ে ও স্বল্প খরচে প্রতিষ্ঠানের সকল তথ্যভিত্তিক সেবাপ্রাপ্তি এবং ছাত্রী-শিক্ষিকা-নারী কর্মচারী ও অভিভাবক/সেবাপ্রার্থীদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ।

সমস্যার সমাধান/আইডিয়ার বিবরণ:

প্রচলিত ধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/কলেজে আমরা দেখতে পাই হিসাব-রক্ষকের/প্রধান সহকারীর ছোট্ট একটি কক্ষে গাদাগাদি করে শিক্ষার্থীরা ও অভিভাবকগণ তথ্য জানতে চায়/চান। একজন ব্যক্তি দ্বারা এ ধরণের সেবা প্রদানে দীর্ঘসূত্রিতা ও তথ্য বিভ্রাট লক্ষ্য করা যায়, কিছুক্ষেত্রে সেখানে দুর্নীতিও হয়। এর ফলে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়। শিক্ষার্থীদের এ ধরনের সমস্যার সমাধানে আমাদের এই প্রকল্পটি হবে একইসঙ্গে যুগোপোযোগী ও শিক্ষার্থীবান্ধব।
আমাদের এই প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/কলেজে একটি স্থান নির্বাচন করবো। যেখানে একটি ডেস্ক ও মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে কলেজের সকল তথ্য সরবরাহ করা হবে। এক্ষেত্রে আমাদের সেবাগ্রহিতা হবে তিন ধরনের শিক্ষক-কর্মচারী, শিক্ষার্থী এবং অভিভাবক/অন্যান্য। কলেজের যাবতীয় তথ্য যেমন: পরীক্ষার রুটিন, ক্লাস রুটিন, রেজিস্ট্রেশন ও মার্কশিট, ভর্তি পরীক্ষার তথ্য, শিক্ষকদের প্রত্যয়ন ইত্যাদি এই ডেস্কের মাধ্যমে খুব অল্প সময়ে সরবরাহ করা হবে।

আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে কী কী ফলাফল তৈরি হবে?

১। সময়, অর্থ ও বারবার পরিদর্শনের খরচ ও পরিশ্রম কমবে।
২। তথ্য সেবাপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে হয়রানি ও দুর্নীতি কমবে।
৩। সেবাপ্রদান পদ্ধতি একটি কাঠামোবদ্ধ রূপ লাভ করবে।
৪। সুবিধাবঞ্চিত ও আগ্রহী শিক্ষার্থীদের খণ্ডকালীন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে, ফলে তাদের দারিদ্র্য ঘুঁচবে।
৫। সারাদেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সেবার মান বৃদ্ধি পাবে, ফলে শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন হবে এবং জাতির জনকের সোনার বাংলা বিনির্মানে এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া যাবে।

বিশেষ গ্রুপ

আইডিয়ার শিরোনাম : Inclusion Support Window (At NAEM)

মেন্টর : মো. সাইদুজ্জামান, উপ-পরিচালক, নায়েম

নাম ও পদবী	মোবাইল
মাহবুবুর রহমান রনি, প্রভাষক (ইংরেজি), সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, সিলেট	০১৯১৮৮৪৫০৮৩

সমস্যার কারণ সম্পর্কিত বিবৃতি:

- প্রশিক্ষণ উপকরণের ধরন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী কর্মকর্তার জন্য পাঠ ও ব্যবহারোপযোগী নয়। অডিও ভিজ্যুয়াল, ব্রেইল ও অন্যান্য সহায়ক উপকরণের অনুপস্থিতি একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী কর্মকর্তার জন্য প্রশিক্ষণে শতভাগ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারছে না।
- লাইব্রেরিতে ব্রেইল বই ও অন্যান্য রিসোর্স এর অনুপস্থিতি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী কর্মকর্তার প্রশিক্ষণের পক্ষে অন্তরায়।
- অন্তর্ভূক্তিমূলক অভিযোজনের জন্য কোনো বিশেষ কমিটি না থাকায় বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিরা প্রশিক্ষণরত অবস্থায় কোনো প্রয়োজন বা সমস্যার সম্মুখীন হলে তা সমাধানের জন্য কোনো বিশেষ ব্যবস্থা নেই।
- নির্দিষ্ট আবাসন ব্যতীত একজন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন প্রশিক্ষণার্থীর পক্ষে নতুন পরিবেশ আয়ত্ত্ব করা দূরহ।

সমস্যার সমাধান/আইডিয়ার বিবরণ:

- পাঠ্যবই, লেকচার শীট, ম্যানুয়াল ও অন্যান্য প্রশিক্ষণ উপকরণের অডিও ভিজ্যুয়াল সংস্করণ তৈরি করা।
- লাইব্রেরিতে ব্রেইল ও অডিও পদ্ধতির বই সংযুক্ত করা।
- প্রশিক্ষণে অন্যান্য কমিটি যেমন পোশাক কমিটি, সাংস্কৃতিক কমিটি, মেস কমিটি ইত্যাদির ন্যায় বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন কর্মকর্তাসহ, অসুস্থ, কিছুটা দুর্বল, গর্ভবতী বা মা হয়েছেন এমন কর্মকর্তার জন্য অন্তর্ভূক্তিমূলক ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে We Shall Overcome কমিটি গঠন করা।
- সহজে গমনযোগ্য কিছু কক্ষ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন কর্মকর্তাদের জন্য নির্দিষ্ট করা এবং প্রথম এক সপ্তাহ অবকাঠামোগত অবস্থান অবগত করার জন্য একজন অফিস সহায়ককে সাথে দিয়ে অভিযোজনে অভ্যস্ত করা।
- ১৬৫তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী ১ম দৃষ্টি প্রতিবন্ধী কর্মকর্তা মাহবুবুর রহমান রনির প্রশিক্ষণকালীন চার মাসের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতা বিষয়ে একটি প্রামাণ্যচিত্র তৈরি করা যা পরবর্তীতে আগত বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য সহায়ক হবে।

আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে কী কী ফলাফল তৈরি হবে?

- বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স বাংলাদেশের বিসিএস ক্যাডার কর্মকর্তাদের পেশাগত কর্মদক্ষতা নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়ার অন্যতম ধাপ। বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ শেষ না করে কোন কর্মকর্তার পক্ষে কর্মস্থলে সঠিকভাবে নিজ দায়িত্ব পালন, চাকুরী স্থায়ীকরণ ও পদোন্নতি অসম্ভব। তাই সকল কর্মকর্তা; বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন বা প্রতিবন্ধী কর্মকর্তা নির্বিশেষে সবার এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক। কিন্তু একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী কর্মকর্তার জন্য বিদ্যমান প্রশিক্ষণ কার্যক্রম উপযোগী করতে প্রয়োজন অন্তর্ভূক্তিমূলক ব্যবস্থাপনা (Inclusive Management)। প্রচলিত প্রশিক্ষণ কর্মপরিকল্পনার পদ্ধতিগত ও কয়েকটি অভিযোজিত (Adaptive) পরিবর্তন এই প্রশিক্ষণ কাঠামোকে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী কর্মকর্তাদের জন্য অংশগ্রহণ উপযোগী করে তুলতে পারে। তাই নায়েম এ ইনক্লুসন সাপোর্ট উইন্ডো নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হলে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন কর্মকর্তাগণ ফলপ্রসূ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারবেন।
- প্রশিক্ষণ উপকরণের অডিও ভিজ্যুয়াল সংস্করণ তৈরি করলে আগামীতে সকল প্রশিক্ষণার্থীদের জন উপকৃত হওয়া সম্ভব হবে।
- "We Shall Overcome" কমিটি একইসাথে রক্তদান বা সমাজসেবামূলক অন্যান্য কাজও করতে পারবে।
- অডিও ভিজ্যুয়াল উপকরণ নায়েম এর ওয়েবসাইটে সংরক্ষণ করলে তা সকলের জন্য সহায়ক হবে।
- সরকারি বেসরকারি অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে সহযোগিতামূলক সমাজকল্যাণকর কিংবা মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প চালু থাকলেও সরাসরি ইনক্লুসন সাপোর্ট উইন্ডো নামে কোনো অন্তর্ভূক্তিমূলক ও প্রতিবন্ধীবান্ধব প্রকল্প নেই সুতরাং এটি বাস্তবায়ন হলে নায়েম হবে শতভাগ অংশগ্রহণমূলক ও আন্তর্জাতিক মানের একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

একনজরে ১৬৪তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের ইনোভেশন শোকেসিং

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ